বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

innovate for all

"করব বীমা গড়ব দেশ,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ"

সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজীকরন সংক্রান্ত প্রকাশনা

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমিঃ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদুরপ্রসারী ও গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে 'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূ-খন্ডের জন্ম লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর একান্তিক প্রচেষ্টাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র তথা সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত একটি নন-লাইফ বীমা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ষাটের দশকে তৎকালীন নন-লাইফ বীমা কোম্পানী আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীতে 'কন্ট্রোলার অব এজেন্সীস' পদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতীয়করণের অংশ হিসেবে ১৯৭২ সনে সর্বমোট ৫টি (লাইফ ও নন-লাইফ সমন্বয়ে) বীমা কর্পোরেশন গঠিত হলেও পরবর্তীতে উক্ত আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীসহ পূর্ব পাকিস্তান অংশের ৪৯টি নন-লাইফ বীমা কোম্পানী এবং পাকিস্তান ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের (পিআইসি) সমন্বয়ে (পূর্ব পাকিস্তান অংশ) ১৯৭৩ সালে 'The Insurance Corporation Act VI, 1973' বলে নন-লাইফ বীমা ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশিষ্ট বীমা ব্যক্তিত্ব জনাব গোলাম মাওলাকে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

নন-লাইফ বীমা সেক্টরে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অবস্থানঃ

১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নন-লাইফ বীমা সেক্টরে এককভাবে বীমা ব্যবসা পরিচালনা করে। ঐ সময়ে সরকারের বে-সরকারীকরণ নীতিমালার অংশ হিসেবে সরকার বে-সরকারী খাতে বীমা কোম্পানী গঠনের অনুমতি প্রদান করে। ফলে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে নন-লাইফ বীমা সেক্টরে তীব্র প্রতিযোগীতার মুখোমুখী হতে হয়। উন্নত বীমা সেবা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের প্রবল আস্থা অর্জনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বে-সরকারী বীমা কোম্পানীর পাশাপাশি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনও তার অবস্থান ধরে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, সরাসরি বীমা ঝুঁকি গ্রহণের পাশাপাশি বে-সরকারী খাতের বীমা কোম্পানীগুলোর পুনঃবীমা ব্যবসাও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন করে থাকে।

বীমা ব্যবসার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উন্নত বীমা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট-১৯৭৩ সংশোধন করে ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন এ্যাক্ট-২০১৯ (সংশোধিত) প্রণয়ন করে। এই এ্যাক্টের মাধ্যমে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের অনুমোদিত পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২০ কোটি টাকা হতে ১০০০ কোটি এবং ১০ কোটি হতে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। একই এ্যাক্টের অধীনে কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ৭ জনের স্থলে ১১ জন করা হয়। এছাড়া এই এ্যাক্টের অধীনে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সরকারী সকল ব্যবসা ১০০% অবলিখন করার আইনগত অধিকার লাভ করে এবং এই খাতে অর্জিত মোট ব্যবসার ৫০% কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষন করে অবশিষ্ট ৫০% বেসরকারী বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে সমানভাবে বন্টনের বিধান চালু করা হয়। একই বিধানের অধীনে সকল বেসরকারী বীমা কোম্পানীর পুনঃবীমা কভারেজ বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সঙ্গে এবং অবশিষ্ট ৫০% পুনঃবীমা কভারেজ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন অথবা বিদেশে পুনঃবীমা কোম্পানীর সঙ্গে করার আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়।

সাধারণ বীমা কর্পোরেশন দেশের সবচেয়ে বড় বীমা প্রতিষ্ঠান এবং ইহা একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

অত্র সংস্থায় “বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২০-২০২১” সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট ‘‘ইনোভেশন টিম’’ সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছেঃ

ক্রঃ নং	নাম সর্বজনাব	বর্তমান কর্মস্থল	ইনোভেশন টিমে অবস্থান	দাপ্তরিক যোগাযোগ
০১।	মোঃ আমিনুল হক ভূঁইয়া ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার	বিপণন, ব্যবসা উন্নয়ন ও দায়গ্রহণ বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	ইনোভেশন অফিসার	ফোনঃ ০১৭১৫-৫২৮১১৪ মেইলঃ aminul.haque@sbc.gov.bd
০২।	শাহ্ মুহাম্মাদ সানওয়ার আলম সহকারী জেনারেল ম্যানেজার	আইটি বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য	ফোনঃ০১৭১৫-৮৯৪৬২১ ই-মেইলঃ shah.sanwar@sbc.gov.bd
০৩।	এ.এফ.এম. শাহজালাল সহকারী জেনারেল ম্যানেজার	এসবিসি সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য	ফোনঃ ০১৭১৫৩০২২০৮/০১৭২০-৩৫৯১২৩ ই-মেইলঃ md.shahjalal@sbc.gov.bd
০৪।	বিপ্লব দাস ম্যানেজার	মানব সম্পদ বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য	ফোনঃ ০১৭২০২৮০৫৬২ ই-মেইলঃ biplab.das@sbc.gov.bd

উদ্ভাবনী ধারণা-১

প্রেক্ষাপটঃ

১. **শিরোনামঃ** অনলাইন বীমা পলিসি যাচাই।

২. **সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ** অনলাইন বীমা পলিসি যাচাই করার কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নেই।

৩. **উদ্দেশ্যঃ** অনলাইন বীমা পলিসি যাচাই করার ব্যবস্থা প্রদান করে সেবাগ্রহীতাদের সময় ও খরচ বাঁচানো।

৪. **কর্মপদ্ধতিঃ**

**সেবাগ্রহীতা উন্নয়কৃত Online সিস্টেমে Sign Up এবং Log In করে পলিসি যাচাই করবেন।

**পলিসি যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানও Online সিস্টেমে পলিসি যাচাই করতে পারবে।

৫. শোকেসিং এর সময়ে ব্যবহৃত ডিজাইনঃ শোকেসিং করা হয়নি।

৬. উপকারিতা/সুফলঃ

* সেবা প্রদান করতে সময় কম লাগবে।

* সেবাগ্রহীতাদের খরচ কম হবে এবং সময় কম লাগবে।

* ঘরে বসে সেবাগ্রহীতাগণ সেবা নিতে পারবে।

* সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ফলে প্রিমিয়াম আয় বাড়বে।

* প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

৭. বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ব্যয়ঃ খরচ নেই।

৮. বাস্তবায়ন সময়কালঃ ১০/০৫/২০২০।

৯. সুবিধাভোগীর ব্যয়ঃ ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ।

১০. সম্প্রসারণ ও রেপ্লিকেশনঃ

১১. সম্ভাব্য ঝুঁকিঃ সেবাগ্রহীতাদের সবার ইন্টারনেট না থাকা এবং অভ্যস্ত না হওয়া।

আইডিয়া প্রদানকারী নাম ও পদবীঃ শাহ্ মুহাম্মাদ সানওয়ার আলম, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, আইটি বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সেবা সহজীকরন -২

১। শিরোনামঃ দ্রুততম সময়ে মাসিক আয়ের প্রিমিয়াম রেজিস্ট্রার ও পরিসংখ্যান প্রস্তুত ।

২। সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ প্রিমিয়াম রেজিস্ট্রার-এ প্রিমিয়াম আয় এবং দায়গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে বর্তমান পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

**০৮ (আট) টি জোন হতে প্রতি মাসে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দায়গ্রহণ সংক্রান্ত কম্পারেটিভ প্রিমিয়াম আয়ের তথ্য দায়গ্রহণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেন, প্রাপ্ত তথ্য নির্দিষ্ট ছকে ইনপুট দিয়ে খাতওয়ারি এবং শাখাওয়ারি প্রিমিয়াম আয়ের তুলনামুলক বিশ্লেষণ।

**অর্থ মন্ত্রণালয়, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে, বৃহৎ করদাতা ইউনিট ((এলটিইউ)) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এ তথ্য প্রদান ; কর্পোরেশনের পলিসি সংখ্যা, গ্রাহক সংখ্যার পরিসংখ্যান খাতয়ারি এবং মাসিক হারে তুলনামুলক বিশ্লেষণ।

৩। **উদ্দেশ্যঃ** অনলাইনের মাধ্যমে দায়গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য প্রদান, প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি ও গ্রাহক সেবা উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা এবং বীমাগ্রহীতার সেবাগ্রহণে সময়, খরচ ও ভোগান্তি দূর করা।

৪। **কর্মপদ্ধতিঃ**

- ০৮ (আট) টি জোনের প্রতিনিধি কর্তৃক মাসের প্রথমে অনলাইন ডাটাবেস (গুগল শিটে) দায়গ্রহণ সংক্রান্ত খাতওয়ারি এবং শাখাওয়ারি প্রিমিয়াম আয়ের সাথে বর্তমান বছরের প্রিমিয়াম আয়ের তুলনামুলক বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা নিরূপণ।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা যায় এবং শাখা অবধায়কগনকে সে অনুযায়ী ব্যবসায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
- বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য প্রেরণ করা।
- গুগল শিটের অনলাইন ডাটাবেসে এন্ট্রিকৃত তথ্য পরবর্তীতে কম্পিউটারেরে হার্ডডিস্ক –এ সেভ করে রাখা হয় এবং প্রিন্ট নিয়ে ফাইলে সংরক্ষণ করা ।

৫। শোকেসিং এর সময়ে ব্যবহৃত ডিজাইনঃ

<table>
<tr><td colspan="2">সাধারণ বীমা কর্পোরেশন</td></tr>
<tr><td>প্রকল্পের শিরোনাম</td><td>দ্রুততম সময়ে মাসিক আয়ের প্রিমিয়াম রেজিস্ট্রার ও পরিসংখ্যান প্রস্তুত ।</td></tr>
<tr><td>বিদ্যমান সমস্যা</td><td>• ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ
• ডাক, মোবাইল বা ফোনালাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ যা মাঝে মাঝে ভুল ভুল হয়।
• সংগ্রহীত তথ্য সংশোধনে দীর্ঘসূত্রিতা</td></tr>
<tr><td>সমাধান প্রক্রিয়া</td><td>গুগল শিট-এ ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ
↓
ইন্টারনেটের এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাপী অফিসসমূহকে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের সাথে সংযুক্তিকরণ
↓
অনলাইনে দেশ ব্যাপী অফিসসমূহ হতে গুগল শিটে প্রিমিয়াম সংক্রান্ত মাধ্যমে ডাটাবেসে তথ্য প্রদান
অনলাইনে সরবরাহকৃত তথ্য প্রিন্ট পূর্বক সংশ্লিস্ট অফিসার কর্তৃক প্রধান কার্যালয় এ প্রেরন প্রদান</td></tr>
</table>

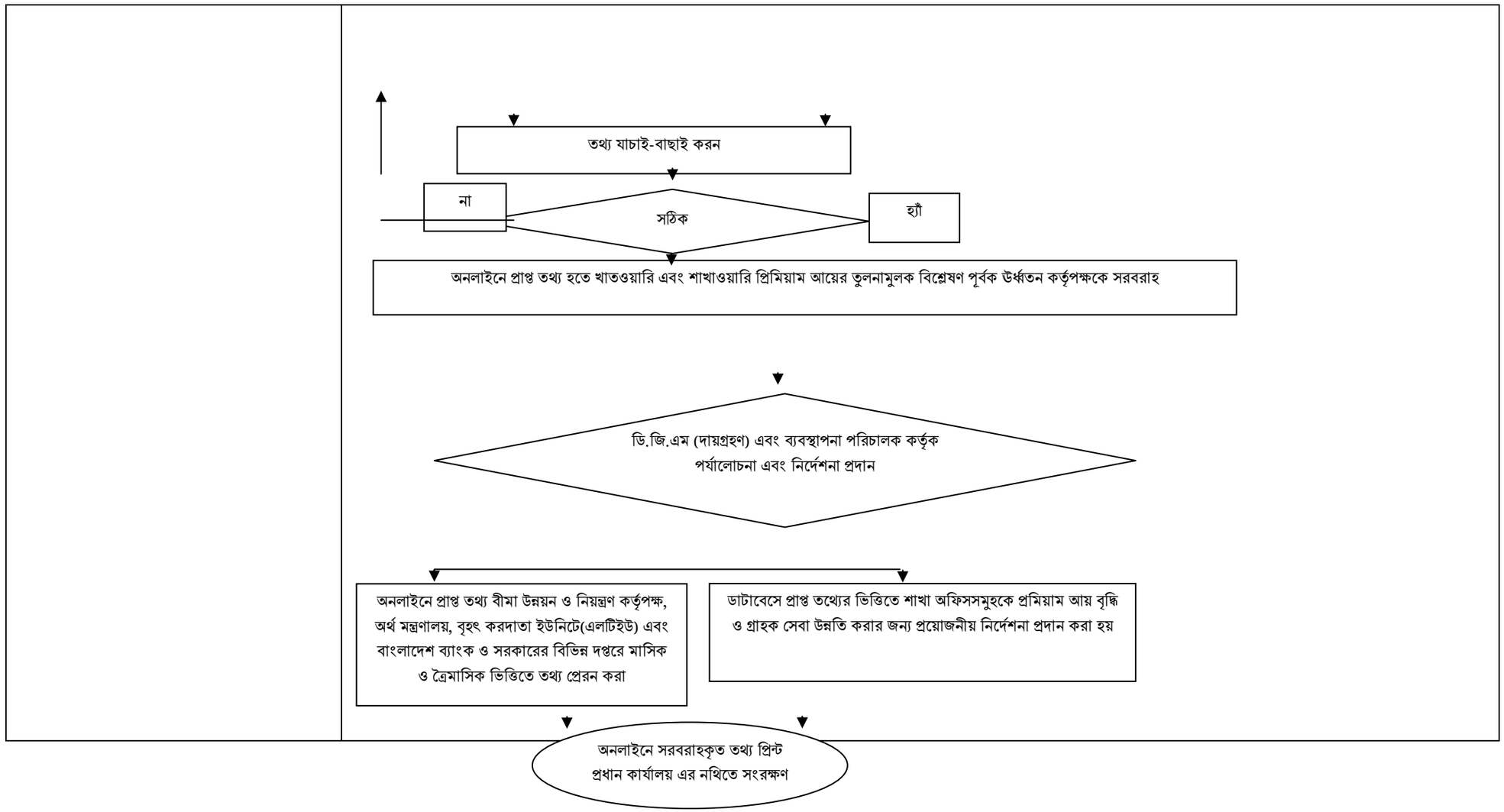
তথ্য যাচাই-বাছাই করন
না
সঠিক
হ্যাঁ
অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্য হতে খাতওয়ারি এবং শাখাওয়ারি প্রিমিয়াম আয়ের তুলনামুলক বিশ্লেষণ পূর্বক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ
ডি.জি.এম (দায়গ্রহণ) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক
পর্যালোচনা এবং নির্দেশনা প্রদান
অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিটে(এলটিইউ) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য প্রেরন করা
ডাটাবেসে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শাখা অফিসসমুহকে প্রমিয়াম আয় বৃদ্ধি ও গ্রাহক সেবা উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়
অনলাইনে সরবরাহকৃত তথ্য প্রিন্ট
প্রধান কার্যালয় এর নথিতে সংরক্ষণ

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)		সময়	খরচ	যাতায়াত
	আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	২০-৩০ দিন	৫০০০/-	৫-৬ বার
	আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০২-০৩ দিন	১০০০/-	১ বার
	আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২৭ দিন কমবে	৪০০০/- কমবে	৫ বার কমবে
অন্যান্য সুবিধা	কর্পোরেশনের শাখার ব্যবসায়িক অবস্থা পর্যালোচনা করে সহজে গ্রাহক সেবা সঠিক চিত্র উপস্থাপিত হবে।			

৬। **উপকারীতা/সুফলঃ**

**আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ।

**অতি স্বল্প খরচে প্রকল্প বাস্তবায়ন ।

**কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম আয়, পলিসি সংখ্যা, গ্রাহক সংখ্যার পরিসংখ্যান খাতয়ারি এবং মাসিক হারে তুলনামুলক বিশ্লেষণ।

**প্রিমিয়াম আয়ের তুলনামুলক বিশ্লেষণ করে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর যথসময়ে উপস্থাপন করা এবং এতদবিষয়ে কর্তৃপক্ষ তড়িৎ পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান পূর্বক ।

**অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর্ম প্রক্রিয়া সহজ হওয়া।

৭। বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ব্যয়ঃ কর্পোরেশনের নিজস্ব খাত থেকে জনবল, বস্তুগত সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে।

৮। বাস্তবায়ন সময়কালঃ ডিসেম্বর, ২০২০ হতে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত।

৯। সুবিধাভোগী দের ব্যয়ঃ যাতায়াত খরচ, সময় বা অন্য কোন প্রকার খরচ কমবে।

১০। সম্প্রসারন ও রেপ্লিকেশনঃ দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এ সেবা বাস্তবায়ন করা যাবে ।

১১। সম্ভাব্য ঝুঁকিঃ নেই ।

১২। উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নঃ কর্পোরেশনের ৬ (ছয়) টি জোন অনলাইন এর মাধ্যমে তাঁদের নিজ নিজ শাখা সমূহের তথ্য প্রদান করছে । আগামী এপ্রিল, ২০২০ মাসের মধ্যে সংস্থার সকল জোন কর্তৃক মাসিক আয়ের প্রিমিয়াম রেজিস্ট্রার খাতওয়ারি এবং শাখাওয়ারি তথ্য গুগল শিট ডাটাবেসে প্রদান করা সম্ভব হবে।

আইডিয়া প্রদানকারীর নাম ও পদবীঃ মোঃ হাছানুজ্জামান, ডেপুটি ম্যানেজার, দায়গ্রহণ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

সেবা সহজীকরন - ৩

১। শিরোনামঃ**''অনলাইনে বীমা দাবী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও দাবীর তথ্য প্রকাশ।''**

২। সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রত্যেক মাসের শেষে বা চাহিদা মোতাবেক সাবীক-এর বিভিন্ন জোন, শাখা ও বিভাগ থেকে চিঠিপত্র বা টেলিফোন আলাপের মাধ্যমেতথ্য সংগ্রহ করে দাবী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী মন্ত্রণালয়, আইডিআরএ'সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, সাবীক-এর বিভিন্ন বিভাগ ও জোনে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও প্রতি সপ্তাহে বীমাগ্রহীতা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠানের অবগতির জন্য বকেয়া/অনিষ্পন্ন দাবী তথ্য সাবীকের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য কর্পোরেশনেরপ্রত্যেক শাখা হতে জোনে, অতঃপর জোন হতে প্রধান কার্যালয় দাবীর তথ্য সরবরাহ করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ের দাবী বিভাগ কর্তৃক সে সব তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক সংকলিত করে আইটি বিভাগকে সরবরাহ করা হয়। এতে যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

এ প্রেক্ষিতে "অনলাইনে বীমা দাবী সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও দাবীর তথ্য প্রকাশ" সংক্রান্ত একটি অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটের সাথে 'দাবী সেবা কর্ণার' নামে সংযোগ করা হয়েছে। যার সুনির্দ্দিষ্ট ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড কর্পোরেশনের জোন, শাখা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অবধায়ক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থাকবে।

উক্ত 'দাবী সেবা কর্ণার' – এ রয়েছে দাবীর পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের যাবতীয় তথ্যাদি।উক্ত সফট্ওয়ার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দাবী সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রি করবেন এবং অবধায়ক ভেটেড করে অনলাইন সফট্ওয়ারে সাবমিট করবেন। সফট্ওয়ারে স্টোরকৃত ডাটা থেকেসাবীক প্রঃকাঃ দাবী ও দায়গ্রহণ বিভাগ তাদের তথ্যের প্রয়োজনানুযায়ী রিপোর্ট জেনারেট করবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনানুযায়ী দাবী সংক্রান্ত নির্ধারিত তথ্য ওয়েব প্রকাশ করা হবে।

৩। উদ্দেশ্যঃ

পাবলিকলি প্রকাশযোগ্য তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ ও আইডিআরএ-এর নির্দেশনা মোতাবেক সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের বিভিন্ন দাবীর তথ্য কর্পোরেশনের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে প্রকাশ করণ। এছাড়াও বীমাগ্রহীতাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, আইডিআরএ ও সাবীক বিভিন্ন বিভাগ ও জোনে দাবীর তথ্য ও বিভিন্ন ধরনের দাবী সংক্রান্ত প্রতিবেদন দ্রুততম সময়ে প্রেরণ।

৪। কর্মপদ্ধতিঃ

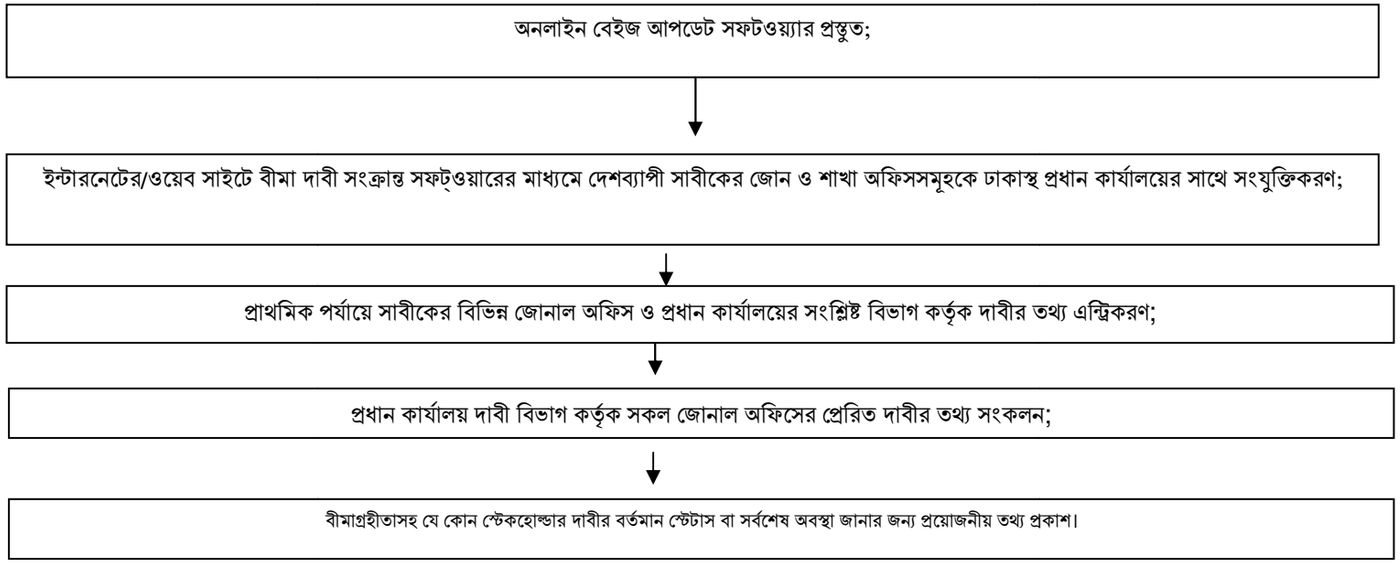
অনলাইন বেইজ আপডেট সফটওয়্যার প্রস্তুত;
ইন্টারনেটের/ওয়েব সাইটে বীমা দাবী সংক্রান্ত সফট্ওয়ারের মাধ্যমে দেশব্যাপী সাবীকের জোন ও শাখা অফিসসমূহকে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের সাথে সংযুক্তিকরণ;
প্রাথমিক পর্যায়ে সাবীকের বিভিন্ন জোনাল অফিস ও প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক দাবীর তথ্য এন্ট্রিকরণ;
প্রধান কার্যালয় দাবী বিভাগ কর্তৃক সকল জোনাল অফিসের প্রেরিত দাবীর তথ্য সংকলন;
বীমাগ্রহীতাসহ যে কোন স্টেকহোল্ডার দাবীর বর্তমান স্টেটাস বা সর্বশেষ অবস্থা জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ।

৫। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	পরিসংখ্যান প্রস্তুতঃ ন্যূনতম ৭ দিন	গ্রাহকের যাতায়ত বাবদ মাসিক ব্যয় ২,০০০-৩,০০০ টাকা	৫-৭ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	পরিসংখ্যান প্রস্তুতঃ তাৎক্ষণিক	০০	০০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সাবীক ওয়েব সাইট ব্রাউজ করলেই দাবীর বর্তমান অবস্থা জানতে পারবে।	ঐ	যাতায়তের প্রয়োজন হবে না
অন্যান্য সুবিধাঃ	কর্পোরেশনের অনলাইন ব্যয় বাদে স্টেশনারীসহ অনেক আনুষাঙ্গিক ব্যয় হ্রাস পাবে।		

৬। উপকারিতা/ সুফল

(১) যে কোন সময়ে কর্পোরেশনের দাবী সংক্রান্ত হালনাগাদ যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে;

(২) দ্রুত রিপোর্ট জেনারেট করা সম্ভব হবে;

(৩) বীমাগ্রহীতা তাদের দাবীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং মন্ত্রণালয়, আইডিআরএ'সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও

(৪) সাবীক বিভিন্ন বিভাগ ও জোনে বিভিন্ন ধরনের দাবীর তথ্য প্রেরণ দ্রুততর হবে;

(৫) কর্পোরেশনের উর্ধবতন কর্তৃপক্ষ সময়মত দাবী নিষ্পত্তি বিষয়াদি মনিটরিং করতে পারবে;

(৬) সর্বোপরি বীমাগ্রহীতাগণ তাদের বীমাকৃত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দ্রুত ক্ষতিপুরণ পাবে;

(৭) কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম আয় ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে।

৭। **বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ব্যয়ঃ** কর্পোরেশনের নিজস্ব খাত থেকে জনবল, বস্তগত সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা যাবে।

৮। **বাস্তবায়ন সময়কালঃ** ডিসেম্বর-২০১৯ হতে ৩১ মার্চ-২০২০

৯। **সুবিধাভোগীদের ব্যয়ঃ** যাতায়াত ব্যয়সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না।

১০। **সম্প্রসারণ ও রেপ্লিকেশনঃ** দেশের সকল সরকারী বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করা যাবে।

১১। **সম্ভাব্য ঝুঁকিঃ** নেই

আইডিয়া প্রদানকারী নাম ও পদবীঃ মোঃ আবদুল করিম, ম্যানেজার, দাবী বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।